৮। জীবনানন্দের 'রাত্রি' কবিতায় 'রাত্রি' কিভাবে প্রতীকের মতো ব্যবহৃত হয়েছে দেখাও॥

জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'রাত্রি'। 'রাত্রি' এখানে প্রতীকী শব্দ, যদিও প্রত্যক্ষ কলকাতা শহরের রাত্রির বর্ণনাও আছে এখানে। প্রথমেই আছে ক্লান্তিরোগীর ঘোলাটে চোখে যাত্রা হয়েছিল দেখে বলে যাওয়ার দৃশ্য। সমস্ত সমাজ, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীও কি এমনই ক্লান্তিরোগাক্রান্ত আজ? নারীতে এখন মর্ত্যকাম, ছন্নছাড়া রাত্রি নেমেছে দলে দলে, কোথাও কোনো সুন্দর নেই, শান্তিময় রাত্রির নিস্তব্ধতাও নেই কোথাও। মোটরগাড়ি কেশে যায় লেখার মতো, 'গাড়লে'র মতো, যে কাশিও কি ইঙ্গিত দেয় মহামারীক্রান্ত পৃথিবীর।

কাশির মতো অস্থির নাকডাকার মত মোটর গাড়িটি অস্থির ভাবে মেরে যায় পেট্রোল, সর্বত্রই এক ভোরের আর্তনাদ, মারাত্মক অসুস্থতা, এ যেন 'সুররিয়ালিজম' - পরাবাস্তবতাদের এক ছবি। সেখানে কেউ হলে পরে যায় সতর্কতা সত্ত্বেও। আবার মোটর গাড়ির পাশেও ছুটে যায় তিনটি রিকশা, যাদের ওপর রাস্তার শেষ গ্যাস-ল্যাম্প-পোস্টের নিচে, যেন ঘুমন্ত মায়াবী যাত্রীদের।

এই রাত্রির মধ্যে কোথাও নিদ্রার প্রসঙ্গও, বিশ্রামের সুযোগ নেই। এ আসলে মানব-সভ্যতার এক তন্দ্রা অমা-রাত্রির বর্ণনা, যেখানে মানুষের সুস্থ চেতনাকে নষ্ট করে দুর্ভিক্ষ, সুখাদ্যকে নষ্ট করে বমন, যান্ত্রিক মোটর কার যেন জীবনকে চিমনিত করে মুহূর্তে মুহূর্তে, বিকেল সুন্দি মায়াবী জীবনের মতো ছুটে যায় আলোর শেষ ওপারে।

এতদিন এই অতি রোমান্টিক আলো-ঝলসা

সেতুর প্রতীকায় হাবার বছরের পথ চলার ক্লান্তির কথা বলেছিলেন, এখানে সেই রোমান্টিকতা নেই, কোথাও দুঃখের শান্তিও নেই, নেই বিষণ্ণতের মতো কোনো সুখও। দিয়ার শেষ দেখে 'রাত্রি'র পর মাইল, বেটিক্ষ হ্রীদের পাশের দোরালে নিয়ে দাঁড়ান তিনি, তারপর যান টেরিটিনারেও। দিনের বেলায় সেসুনি ছিল কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা, সেখানে এখন জনহীন, সেখানে চীনেবাদামের মতো মানুষ খোলায় ভরা নিঃশব্দ বাতাস,

ন্যাশপোনাস্ট স্ট্রিট যান মোহমদির আলো এসে গালে চুম্বন করে যায়। সেখানে বৃক্ষ-শূন্য তরুসারীর ঘ্রাণ লেগে থাকে বাতাসে। ফেরিওয়ালা ঝোড়া, সালা, সুনদি আর চামড়ার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। তার সাথে মেশে চেইনমোর বাড়িকে সুখন। এই সব কিছুই মিলমিশে জড়ো রাখে গীতাকে, তার জীবনের লক্ষ্যকে, মিলমিশ হয়ে যাক এই মত ও ক্রান্ত পৃথিবী, মিল হয়ে যাক 'জীবনের জীবনের দিলা'।

কবিতার পঞ্চম স্তবকে জীবন ও মৃত্যুর, ভোগ ও ভোগের বৈপরীত্য বোঝাতে কবি দুটি নাম ব্যবহার করেছেন, মৈত্রেয়ী ও আন্তিলার কথা এসেছে এখানে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী একদিন বলেছিলেন, যা দিয়ে আমি অমৃত হবো না, তা দিয়ে আমি কি করব? মৈত্রেয়ীর সেই অমৃতবাদী-রূপে সেই এখনকার স্বার্থান্ধ মানুষ, বেশুরু মাত্র কোনো একদিনের আত্মসুখে শ্লোক হয়ে উঠে গেছে। হুন সম্রাট আন্তিলা (খ্রী: ৪০১-৪৫৩) নিষ্ঠুরতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি রোমান

কাহিনীকে পরিবর্তিত করে বাঙালী-ও শ্রীমন্ত হয়ে
করেন এবং ধনপতি সদাগরের প্রস্তুতিকালে
মারা যান। অথচ এত ক্ষমতা, এত শক্তিমত্তা
নিয়ও অলক্ষ্মী অমরত্ব পায় না।

কলকাতার এই রাত্রি জেলের রাত্রি। এখানে
উনুনটি জেলে মাস পেটে সৃষ্টি হতে শরীরীআকর্ষণ,
লুব্ধ-ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তার ভিড় দিয়ে চলে যাওয়া
ফিরিঙ্গি পুরুষদের। নিম্নলোক সৃষ্টিত হয় এই সেক্স
ধনী'র মতন। সোনা, তেল, কাপড়ের ধনিরা-এর
অধিক লেনদেনের মতো এই নারীও এখানে হয়ে
উঠে শরীরী-লেনদেনের মাধ্যম মাত্র। লোভী
নিম্নবর্গ, ফিরিঙ্গি পুরুষরা কামের আগুন নিয়ে
অপেক্ষা করে। জেলে সরিষার মতো তাম পাইপ পরিষ্কার
করে।

এই নারীর সহ্য রাত্রি যেন লিলিয়ার রাষ্ট্রের মতো,
'লিলি' উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে
এটি ইটালীর উপনিবেশ ছিল। কিন্তু লিলিয়ার লোকে
নাগরিক সাড়া এখানে দিতে চায়নি কভি। 'ন্ত্র'
লিলিয়ার ধন রাষ্ট্রকে তিনি অবস্থার করেন
কলকাতার এই রাত্রির বুকে। 'মানুষ' নামে বুভুক্ষু
ইয়োরোপীয়রা কামড়াতে শুরু। এই রাত্রি-
জেলে তাদের প্রবেশ পৌঁছে যায়নি। কভি যে
অপূর্ব বলেছিলেন, 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে
এ পৃথিবীতে আজ', সেই অদ্ভুত রাত্রি এ কভিতা
অত্যন্ত হয়ে উঠেছে। এই অন্ধকারের উৎস যেন
তার জেলখানার ইমারত আসল দিয়ে জেলখানা,
যে কথা বলারও সুযোগ রাখেনি কভি।

//

7. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'সোহং কবি' কবিতার তত্ত্বকথাটি নিজের ভাষায় লেখ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'সোহং কবি' কবিতাটির একটি দার্শনিক পটভূমি রয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক শব্দ বা সংজ্ঞার ব্যবহারের জন্যই কবিতাটিকে আপাতদুর্বোধ্য মনে হয়। কিন্তু বিশেষ পারিভাষিক শব্দের ভেতর দিয়ে গেলেই আমরা বলতে পারব যে, এই কবিতাটি আসলে সুধীন্দ্রনাথের দার্শনিকতাকেই ব্যক্ত করেছে।

ভারতীয় উপনিষদ অনুসারে 'সোহং'-এর অর্থ। এখানে বলা হয় 'সে'-ই 'আমি' বা 'আমি'ই 'সে'। অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের থেকে মানুষ ছাড়া কোনো সত্তা নয়। আপাতভাবে সুধীন্দ্রনাথ নাস্তিকতায় বিশ্বাসী। এই 'সোহং কবি' কবিতার সূচনায় তিনি আছে 'নাস্তি'র কথা, যেখানে কবি বলেন "নিখিল নাস্তির মৌনে সোহং কবি করে দিগ্বিজয়।" 'নাস্তি' মানে না অস্তি, কিছুই যেখানে অস্তিত্ব নিয়ে থাকে না, কিন্তু এই উপনিষদে যখন নাস্তিবাদ সোহং তত্ত্ব জীবিত হয়, তখন তা মানুষের আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খুঁজে নেয়।

কবি নিজের মধ্যেই সেই অবিনাশী আত্মাকে খুঁজে নিচ্ছেন। যে আত্মা দূরগামী আকাশের নীহারিকায় মিশে যাবে। এখানে কবি বিশেষ করে 'মাতরিশ্বা' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ, 'যা আকাশে বয়ে', বায়ু এই 'মাতরিশ্বা'। ঋগ্বেদ উপনিষদে এই সোহংবাদের কথা বলা হয়েছে। যার রূপে ব্রহ্ম, মানবাত্মা এই আকাশে নিত্যনিয়মিত প্রবহমান। ভারতীয় দর্শন কর্মফলে বিশ্বাস করে, কর্মফলের কারণে পুনর্জন্মেও তার বিশ্বাস, প্রকৃতই বিশ্বাস করলে যে কর্মফলের সামনে দাঁড় করানো, তা কবিরই স্বাকারোক্তির দল।

দ্বিতীয় স্তবকে এসে কবি যেন পরিপূর্ণ নাস্তি-

তাদের যথার্থ জ্ঞান পারেননি। তবু অস্তিত্বকেন্দ্রিক যে কিছুটা প্রশ্ন দেন, সেখানেও বলে দেওয়েছেন এই ভাবে- "যেহেতু প্রশ্নকারী আমি।" কাকে প্রশ্ন দেন তিনি? নিশ্চয় অস্তিত্বেই। তবু আর হিরণ্ময় পাত্র, যাতে লুকিয়ে আছে সত্য, তাকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। এই 'হিরণ্ময় পাত্র' যেটি আমাদের মনে করায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং এই শ্লোকটি "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥" পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের স্বরূপ, সত্যের স্বরূপ হিরণ্ময় পাত্রে আচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু চিরকাল নয়, সত্যের সাধনে তা উন্মুক্ত হয়। যদিও অতির কাছে এখনো দুর্নিরীক্ষ্য, সত্যের স্বরূপকে অতি ছুঁয়ে পারেনি। 'সেই-আমি' - এই বোধ; কারণ মানুষের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ এই 'আমি' তো এক 'আমি' নয়, তা অতীত তীর্ণে অসীমত্ব 'আমি'র রূপ নেয়। উপনিষদের এই 'বোধসত্ত্ব' কে রবীন্দ্রনাথও বারবার স্মরণ করেছেন। অতি সূক্ষ্মদর্শী যেমন 'হিরণ্ময় পাত্র' কে অপসারিত করে স্থিতিস্থাপকের চিত্ত অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের মাঝে আরও সত্যকে ছুঁয়ে পারেনি, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেন- "মানুষের প্রকাশের আলো এলো নিজের মধ্যে নয়, সমস্তের সঙ্গে মিলনে। এই বলেই মানুষ যেখানে আপনাকে আপনি জানে- 'অপাবৃণু', খুলে দেলো, তোমার এলো আপনের দ্বার খুলে দেলো, তোমার সঙ্গে আপনের সত্য প্রকাশিত হও।"

অতি সূক্ষ্মদর্শী শেষ পর্যন্ত নাস্তি-অস্তির, চিন্তন-অচিন্তনের এই সম্মিলনকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। শূন্য সৃষ্টিতে

আত্মলীন হয়ে সুগত সংলাপ-তন্ময় তিনি। তবু চারদিকে শক্তির মৌন অনুকারে আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার কথা। 'আমিই সে', উপনিষদ্ কথিত-এই সোঽহং-বাণী সত্য হয়, তবে এই 'আমি' কে? সে কি শ্যামাও যে পূর্ণ হবার নয়। এ যেন রবীন্দ্রনাথের-'সেই গানের মত "তোমারেই এই বলা আমার দূরান্ত বাসেই বারেই সাথে সাথে তোমার খেলা।" সত্যি না, হয়তো মাঝে মাঝে আলো হয়ে পড়ে স্মৃতির দিগন্তের ওপর। অতীন্দ্রিয় ভাবনাসুলভ চিন্তা-হয় মনুষ্যপ্রতিবেশী-রহস্য চমৎকৃত।

এই কবিতার-শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে-আছে কিছু দার্শনিক মতবাদের কথা। 'প্রমা' শব্দটির অর্থ যথার্থজ্ঞান; 'সত্য জ্ঞান', 'প্রমাতিরিক্ত জ্ঞানকে প্রমাণ।' 'বিবর্ত' শব্দটিও দর্শন শাস্ত্রানুগত শব্দ। অবিদ্যাবশে হলে মনে হয় এক সত্য, হয় মিথ্যা। আর অবিদ্যা যাচলে রজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা। এটাই হল বিবর্তবাদ। আমরা যথার্থকে চিনতে পারি না, সত্য কে চিনতে আমাদের ভুল হয়ে যায়, ঠিক তেমন চিনতে পারি না অন্তরস্থ 'আমি'কেও। আপাত-দৃষ্টে উপনিষদিক যে ব্রহ্মসত্য-তা দুর্লভ্য হয়ে আমাদের অন্তরে রয়, তবেই এই উপলব্ধি সুদূর পরাহত হয়ে যায়, তা আর সত্য পৌঁছয় না, শেষ পঙ্‌ক্তিতে আত্মপরিচয়লাভের অপরিপূর্ণতাই কবিতাটিকে হয়।

//

S.Q. 'রাত্রি' (৭)

১. শীতাংশুধর 'রাত্রি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
'তিমির হননের গান'-এর।

২. মোর ঘরের কিনারে কোন গান?
সাত কোটি সুর।

৩. 'রাত্রি' কবিতায় কলকাতার কোন কোন রাস্তার উল্লেখ আছে?
সিঁথির মোড়, কেওড়াতলা শ্মশান, চৌরিঙ্গি।

৪. নিরালা কোথায় অবস্থিত?
আদ্রিয়ায়।

৫. আত্তিলা কে?
হুন সম্রাট আত্তিলা (খ্রী: ৪০১ - ৪৫৩) বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের পরাক্রান্ত জোট জার্মানিক ও গ্রীস দখল করেন এবং ইতালি অভিযানের প্রস্তুতি কালে তার মৃত্যু হয়।

৬. মৈত্রেয়ী কে?
যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী ছিলেন মৈত্রেয়ী। স্বামীর কাছে তিনি পার্থিব ধন সম্পদ চাননি, তত্ত্বজ্ঞান চেয়েছিলেন, যা তাঁকে অমরত্ব দেয়, তাই তিনি কি করবেন? এই ভারতীয় দর্শনের আদর্শ-চরিত্র ও ভাবের প্রতীক হয়ে আছেন মৈত্রেয়ী।

'বৃক্ষ'

(৮)

১. 'বৃক্ষ' কবিতায় কবি বারবার কিসের মতো দিনের আসে?
'প্রত্যয়ে'র মতো।

২. বৃক্ষ থেকে কবি কি শিক্ষা নেন?
সুশ্যামায়, তন্বীমায়, প্রাণময় বাঁচা কাকে বলে, তাই শিক্ষা নেন।

'স্মৃতির শহরে':-

১. কাদের দুরে এসেছি শহরে?
দুর্বিনীতের হাট বসেছে, সাদা শার্টে, চুল আঁচড়ে তারা ইস্কুলে যেতে চাইছে।

২. কারখানা থেকে উঠে আসা কালো রঙের মানুষ অবাক হতে কেন?
তার মতো লোকের শোকমিছিল দেখে দেখে, তার নামে লোকে রাস্তা দেখে দেখে অবাক হয়।

সোহ্‌বন্দ:

১. সুধীন্দ্রনাথের 'সোহ্‌বন্দ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত?
'সংবর্ত'।

২. 'সোহ্‌বন্দ' শব্দটির অর্থ কি?
'অবিমিশ্র সোম', ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা।

৩. 'মাতরিশ্বা'র অর্থ কি?
যা আকাশে বাড়ে, অর্থাৎ বায়ু।

৪. 'প্রমা' শব্দটির অর্থ কি?
'প্রমা'কালে কোনো যথার্থানুভব বা সত্যজ্ঞানকে।

৫. 'চুন' শব্দটির অর্থ কি?
ঝিনুক বা চুনাপাথর।

//